দ্বৈরথ

বাদল সরকার

(অন্ধকার। অন্ধকারে জ্ঞান এলো মাঝখানে। এক কোণে এসে পড়ে আছে মানব। তার সারা-গা চাদরে ঢাকা।)

জ্ঞান ।। আদিতে ছিল অন্ধকার। ঈশ্বর আনলেন আলো। -বাইবেল। তমসো মা জ্যোতির্গময়। অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও। -বৃহদারণ্যক উপনিষদ। মোদ্দা কথা – আলো চাই।

(আলো জ্বললো। একটা টেবিল, তার উপরে হরেক রকম দ্রব্য – ছোরা, খেলনা-কাকাতুয়া, লাইটার, জলভরা পাত্র, মুখোশ, তোয়ালে, বেত, চিরুনি, আয়না, কিছু কার্ড ইত্যাদি। একটা চেয়ার। জ্ঞানের পোশাক কিছুটা পুরুষের কিছুটা মেয়ের, মাথায় বিচিত্র টুপি, গয়না, ঠোঁটে লিপস্টিক। জামার সামনে ঝোলার মতো পকেট, কার্ডে ভর্তি। যেখানে যেখানে (কার্ড) কথাটি লেখা, সেখানে একটা কার্ড পকেট বা টেবিল থেকে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় যে-কোনো দিকে।)

আলো! আরো আলো! আরো! –ব্যস, এতেই হবে।

(জ্ঞানের কথায় আলো এসেছে, বেড়েছে)

দু'টি দামী কথা বলেছি এর মধ্যে। যদিও শাস্ত্রকথা, তবু উদ্ধৃতি – অর্থাৎ উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ – আমারই। অতএব, প্রথম দামী কথা (কার্ড), দ্বিতীয় দামী কথা (কার্ড)। আসলে আমার সব কথাই দামী। কতোটা দাম থাকলে কথাটা পৃথিবীকে দেবো, সেইটা হোলো কথা। পৃথিবী। পৃথিবী গোলাকার, কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা (কার্ড)। পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘোরে, আপন মেরুদন্ডকে দন্ড করে, চব্বিশ ঘন্টায় একবার। তার ফলে দিন আর রাত্রি, আলো আর অন্ধকার (কার্ড)। (গেয়ে) দুনিয়া কী মজাদার রঙ্গিন/দিনের পরে রাত্রি আসে, রাতের পরে দিন। অর্থাৎ কিনা চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দিনানি চ রাতানি চ (কার্ড)। নতুন দিন নতুন, পুরোনো দিনটাকে সে টেক্কা মেরেছে পুরো একদিনের রাস্তা। প্রতি নতুন দিন নতুন কিছু না কিছু আনে (কার্ড)। আজ কী এনেছে? (চাদরে ঢাকা বস্তুটাকে দেখে) এই তো! বাঃ!

(কাছে গেলো। চাদর সরালো। মানব উঠলো। বয়সে তরুন, সাজ সাধারণ! জ্ঞান স্পষ্টত খুশি। মানব ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখছে, জ্ঞানের দিকে মন দিচ্ছে না।)

হে বালক! হে যুবক! হে নবাগত আগন্তুক! (মানব সাড়া দেয়নি) চোখ থাকতে যে অন্ধ, তার জ্ঞানের দ্বার বন্ধ (কার্ড)। মুখ থাকতে যে মূক, তার-

মানব ।। আমার নাম মানব।

(উদ্যত কার্ডটা রয়ে জ্ঞানের হাতে)

জ্ঞান ।। একটা দামী কথা পৃথিবী পেলো না, শুধু তুমি ভুল সময়ে কথা বলেছো বলে।

(কার্ডটা পকেটে রাখলো)

তোমার নাম মানব? উত্তম। আমার নাম – বাবা রেখেছিলেন 'জ্ঞানাঞ্জন'। আমি নিজে পরে নাম রেখেছিলাম 'জীবন'। কিন্তু সে নামটা স্বীকৃতি পেলো না। বন্ধুরা বলতো – 'শক্তিধর'। মা ছোটবেলায় ডাকতেন 'বাবু' বলে। ঠাকুমা আদর করে বলতেন 'রাজা'। বাবা রেগে গেলে কখনো কখনো বলতেন – 'নবাব'! পন্ডিতমশাই বলতেন 'চন্ড'। মন্দ লোকেরা আড়ালে বলে 'সং'। কোন্ নামটা তোমার পছন্দ?

(সাড়া নেই। মানব টেবিলটা ছুঁয়ে দেখছে।)

ওটা টেবিল। লোহার। দৈর্ঘ্য এক ফুট ন'ইঞ্চি, বিস্তার এক ফুট ন'ইঞ্চি, উচ্চতা এক ফুট ছ'ইঞ্চি (কার্ড)। ওটা জল, এইচ্ টু ও, কিন্তু হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ছাড়াও বহুরকম রাসায়নিক ও জৈব পদার্থ ওতে আছে। অতএব খেও না (কার্ড)। ওটা বেত।

(মানবের হাত থেকে বেতটা নিয়ে এক ঘা কষালো।)

আর এটা ব্যথা (কার্ড)।

(মানব অন্যদিকে গেলো)

তুমি আমাকে জীবন বলে ডাকতে পারো। -জানতাম, নামটা স্বীকৃতি পাবে না। ঠিক আছে, জ্ঞানাঞ্জন বোলো। -যদি আমি বয়সে বড়ো বলে সংকোচ হয়, তবে না হয় জ্ঞানদাদু বোলো। -না? তবে শক্তিদা? –বাবুকাকা? –রাজামামা? –নবাবচাচা? –সংখুড়ো? –(স্ত্রীকণ্ঠে) অমন করছিস কেন রে নাড়ু?

মানব ।। আমার নাম মানব।

জ্ঞান ।। (স্ত্রীকণ্ঠে)কিন্তু তোকে যে আমার নাড়ুগোপাল বলে ডাকতে বড্ড ইচ্ছে করছে রে নাড়ু!

(গাল টিপে দিতে গেলো, মানব ছিটকে সরে গেলো।)

ও মা, নাড়ুসোনা রাগ করলো নাকি? ও মা আমি কোথায় যাবো গো! আচ্ছা আচ্ছা –মানু। হয়েছে?

মানব ।। আমার নাম মানব।

জ্ঞান ।। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) মানব। মহামানব। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনা ১৮ই আষাঢ়, তেরোশো সতেরো (কার্ড)। রবীন্দ্রনাথের কী কী কবিতা তোমার মুখস্থ আছে? (মানব চেয়ে আছে) একটাও নেই? দু'-চার লাইন? আর কারো কবিতা? দাঁড়াও পথিকবর তিষ্ঠ ক্ষণকাল? বাবুদের তালপুকুরে হাবুদের ডালকুকুরে সে কি বাস করলো তাড়া? ট্যাসগরু গরু নয় আসলেতে পাখি সে? হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়?
(মানব অন্যদিকে গেলো)
কী পড়েছো তাহলে এতোদিন? (সাড়া নেই) কাল কী পড়েছো?

মানব ।। কিছু না।

জ্ঞান ।। পরশু? –তরশু? –তার আগের দিন? –বুঝলাম। গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে। দেবগন কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন (কার্ড)। সেথায় সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপূর্বক (কার্ড) সিদ্ধকাম হইয়া –নাঃ থাক। দেবযানীকে আমদানি করলে কোরবানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা (কার্ড)। আমি শুক্রাচার্য, তুমি কচ, এইটুকু আপাতত-

মানব ।। আমি মানব।

জ্ঞান ।। ছিলে এখন কচ। আদর করে তোমাকে কচু বলে ডাকতে পারি, বড়োজোর মানু।

কিন্তু মানব কদাপি নয়। অন্তন আগামী সহস্র বৎসর-

মানব ।। আমি মানব।

জ্ঞান ।। মানকচু বললে চলবে? –কোথায় যাচ্ছো? আচ্ছা, যাও।

(এরপর জ্ঞান যা বলছে, মানব সেই অনুসারে সব কিছু করছে। প্রথমে মানব শূন্য দেওয়াল অনুভব করলো।)

ওটা দেওয়াল, দেখা যাচ্ছে না। ওটাও তাই। ওটাও তাই। স্থির হয়ে দাঁড়াও। নখ কামড়াও। চিন্তা করো। রেগে যাও। ছুটে যাও। লাথি মারো দেওয়ালে। বসে পড়ো। পায়ে হাত বুলোয়। ওঠো। চলে এসো। আবার ক্ষেপে যাও। লাথি মারো চেয়ারে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এসো। আবার দেওয়ালের কাছে যাও। চ্যাঁচাও।

দুজনে ।। (একসঙ্গে) দরজা খোলো! কে আছো! খুলে দাও!

জ্ঞান ।। এবার মরিয়া হয়ে ওঠো।

(মানব ছুটে এলো জ্ঞানকে আক্রমণ করতে। জ্ঞান ক্ষিপ্র পায়ে সরে গেলো। মানব পড়ে গেলো।)

ছিঃ, গুরুকে আক্রমণ? আজ রাতের খাওয়া বন্ধ তোমার। (স্ত্রীকণ্ঠে) অমন করতে নেই বাবা, লক্ষ্মীবাবা। আমার কচুসোনা কতো ভালো!

(মানব উঠে দাঁড়াচ্ছে, রুখে)

(স্বাভাবিক কণ্ঠে) উঁহু উঁহু, শান্ত হও। শান্তি। শান্তভাবে ভেবে দেখো – পথ নেই। বেরোবার পথ নেই। সিদ্ধান্ত? (রবীন্দ্রসংগীতের সুরে) পালিয়ে যাবার ব্যর্থ প্রয়াস পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো।/ চারদিকেতে দেওয়াল খাড়া/থাম্ রে পাগল, থমকে দাঁড়া/থোরবড়ি আর সজনে খাড়া/ খেলবি কিন্তু গিলবি না।/ বন্ধ ঘরের অন্ধকারে চিনে নাও পথের আলো (কার্ড)। কবিতা। কবি জ্ঞানাঞ্জন রচনা করেছেন পনেরো বছর সাতমাস বয়সে। সমালোচকদের মতে কবির এই সময়কার রচনায় রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়ের প্রভাব অল্পবিস্তর স্পষ্ট, কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাব মৌলিকতার দাবি রাখে (কার্ড)। -এই নাও। (খেলনা-কাকাতুয়া দিলো)

মানব ।। কী এটা?

জ্ঞান ।। পাখি। এ পাখি পড়ে, তোমার মতো নয়।

মানব ।। কী পড়ে?

জ্ঞান ।। পাখি তুমি কী পড়ো?

(পাখির কথা জ্ঞানই মুখ বন্ধ করে বিকৃত কণ্ঠে বলে দিচ্ছে)

পাখি ।। পাখি তুমি কী পড়ো?

জ্ঞান ।। পাখি সব পড়ে।

পাখি ।। পাখি সব পড়ে।

জ্ঞান ।। রাধাকৃনষ্ণ।

পাখি ।। রাধাকৃনষ্ণ।

জ্ঞান ।। শুয়োরের বাচ্চা।

পাখি ।। শুয়োরের বাচ্চা।

জ্ঞান ।। নাও। (পাখি দিলো) এবার তুমি পড়ো।

মানব ।। কেন?

জ্ঞান ।। জ্ঞান হবে।

মানব ।। তোমার জ্ঞান আমি চাই না।

জ্ঞান ।। হে বৎস, জ্ঞানের আমিই একমাত্র উৎস। এটাও কবিতা (কার্ড)। বস্তুত, কাব্য আমার নাব্য নদীর পালতোলা এক দ্রব্য (কার্ড)।পালতোলা দ্রব্য বলতে কী বোঝায়?

মানব ।। জানি না।

জ্ঞান ।। যা ভেবেছিলাম, একদম গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। পড়ো – রাধাকৃষ্ণ। -পড়ো? – আচ্ছা পড়ো, শুওরের বাচ্চা। -কী হোলো? এই দেখো, পাখি পড়ছে। (পাখি নিয়ে) রাধাকৃষ্ণ।

পাখি ।। রাধাকৃষ্ণ।

জ্ঞান ।। দেখেছো?

মানব ।। ওরকম পাখিপড়া আমি পড়তে চাই না।

জ্ঞান ।। বুঝেছি। তোমার চাই আধুনিক পদ্ধতি।
(ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গেলো খড়ি নিয়ে) শোনো – আমি উর্ধ্বে আছি। ধরো ঊর্বশী।
তুমি নিম্নে আছো, পাতালে। ধরো – বলিরাজা। অথবা ছুঁচো।

মানব ।। তুমি উর্ধ্বে আছো কে বলেছে?

জ্ঞান ।। আমি বলছি।

মানব ।। আমি বলছি, তুমি উর্ধ্বে নেই।

জ্ঞান ।। হ্যাঁ আছি।

মানব ।। কী করে জানলে?

জ্ঞান ।। আমি সব জানি। আমি সর্বজ্ঞ (কার্ড)।

মানব ।। ওগুলো কী ছুঁড়ছো তখন থেকে?

জ্ঞান ।। জ্ঞান।

মানব ।। ফেলে দিচ্ছো কেন?

জ্ঞান ।। ফেলে দিচ্ছি না। দান করছি। বিতরণ করছি।

মানব ।। কাকে?

জ্ঞান ।। পৃথিবীকে। আপাতত তোমাকে।

(মানব কয়েকটা কার্ড কুড়িয়ে নিলো)

মানব ।। ‘রচনা ১৮ই আষাঢ় ১৩১৭’। ‘আর এটা ব্যথা’। ‘চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দিনানি চ
রাতানি চ’। ‘এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জন’-

জ্ঞান ।। (কেড়ে নিয়ে) ওটা নয়।

মানব ।। ওটা কী নয়?

জ্ঞান ।। ও জ্ঞান তোমার জন্যে নয়।

মানব ।। কেন?

জ্ঞান ।। (একটা কার্ড কুড়িয়ে এনে দিয়ে) কেন? এই জন্যে।

মানব ।। (পড়ে) 'দেবযানীকে আমদানি করলে কোরবানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা'। কেন?

জ্ঞান ।। কেন কেন কেন! জ্ঞানের এতো স্পৃহা এর আগে দেখিনি তো? নিষিদ্ধ জ্ঞানের টানে প্রান করে আনচান (কার্ড)। ছুঁচো।

মানব ।। কে ছুঁচো?

জ্ঞান ।। তুমি। এতোক্ষন বলছি কী?

মানব ।। আর তুমি কী?

জ্ঞান ।। ঊর্বশী। বললাম না?

মানব ।। আমি যদি বলি – তুমি ছুঁচো!

জ্ঞান ।। তাহলে তোমার পাপ হবে। গুরুকে ছুঁচো বলা মহাপাপ। সেই পাপে তুমি ছুঁচোতর হলে।

মানব ।। কে গুরু? তুমি আমার গুরু নও।

জ্ঞান ।। আর একটা মিথ্যাভাষণ। আরো ছুঁচোতর।

মানব ।। আমি ছুঁচো নই।

জ্ঞান ।। এখন নও। এখন ছুঁচোতর, এবং দ্রুত ছুঁচোতমর দিকে এগোচ্ছো।

মানব ।। তোমার কথার কোনো অর্থ নেই।

জ্ঞান ।। অর্থের জন্যে কথা বলা হয় না।

মানব ।। তবে কিসের জন্যে বলা হয়?

জ্ঞান ।। জ্ঞানের জন্যে।

মানব ।। অর্থ ছাড়া জ্ঞান হয়?

জ্ঞান ।। হয়। ধর্মজ্ঞান দিব্যজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান সব নিরর্থ নিরাকার নিরবচ্ছিন্ন নির্বেদ (কার্ড)।

মানব ।। কান্ডজ্ঞান?

জ্ঞান ।। কান্ডজ্ঞান কারো নেই। তোমার তো নেই-ই। থাকলে দেওয়ালে লাথি মারো?

মানব ।। দেওয়াল আমি লাথি মেরে ভেঙে ফেলবো!

জ্ঞান ।। দেওয়াল ভাঙা যায় না। দেখেছো তো চেষ্টা করে!

মানব ।। একলা না পারি, পাঁচজনকে ডাকবো।

জ্ঞান ।। কোথায় পাঁচজন? তুমি একা। একলা। (গেয়ে) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে থামাই ভালো রে (কার্ড)।

মানব ।। তবে একাই ভাঙবো!

(দেওয়ালে লাথির পর লাথি)

জ্ঞান ।। বৎস, বৃথা শক্তিক্ষয় না করে জ্ঞানের কথাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পড়ো, মুক্তি পেলেও পেতে পারো।

মানব ।। তোমার জ্ঞান আমি পুড়িয়ে ফেলবো! (লাইটার নিলো)

জ্ঞান ।। পারবে না। চেষ্টা করে দেখো।

(মানব একটা কার্ড কুড়িয়ে নিলো)

পোড়ালেই তোমার মৃত্যু!

(মানব লাইটার জ্বেলে কার্ডে ধরতেই জ্ঞান কেড়ে নিলো কার্ডটা।)

কী করছো কী? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার? এবার মরবে তুমি! নির্ঘাৎ মরবে! মরেছো?

মানব ।। না মরিনি।

জ্ঞান ।। মরবে। এক পা হাঁটলেই মরবে।

মানব ।। এই তো হাঁটছি।

(জ্ঞান ল্যাং মারলো, মানব পড়ে গেলো)

জ্ঞান ।। এই তো মরেছো। তবে? কী বলেছিলাম?

মানব ।। না মরিনি। পড়ে গেছি।

জ্ঞান ।। মূর্খ! পতন মানেই মৃত্যু, নাটকে পড়োনি? অবশ্য পতন ও মূর্ছাও হয়, কিন্তু মূর্ছাও এক ধরনের মৃত্যু (কার্ড)।

(মানব উঠতে পারছে না, নিঃশব্দে কাঁদছে।)

(স্ত্রীকণ্ঠে) ও মা, কী হয়েছে? না না কিছু হয়নি। আমি বকে দেব, মেরে দেব! কিচ্ছু হয়নি। ওঠো তো বাবা!

মানব ।। আমার গায়ে হাত দেবে না তুমি!

জ্ঞান ।। (স্ত্রীকণ্ঠে) রাগ করেছে, আমার মানুসোনা রাগ করেছে, আমার কচুমনির রাগ হয়েছে। এই নাও – পাখি।

(পাখি দিলো, মানব ছুঁড়ে ফেললো পাখিটা।)

পাখি ।। শুওরের বাচ্চা!

মানব ।। আমি এমনি এমনি পড়িনি। হোঁচট খেয়েছি।

জ্ঞান ।। হোঁচট খেলে কেন? জ্ঞানের কথায় আগুন দিয়েছিলে বলে। যদি আমি কেড়ে না নিতাম, তবে নির্ঘাৎ মরতে তুমি।

মানব ।। আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা!

জ্ঞান ।। বিশ্বাস করো না? ঠিক আছে, পোড়াও। যতো ইচ্ছে পোড়াও, আমি কিচ্ছু বলবো না।

(মানব আবার লাইটার জ্বাললো, কিন্তু কী ভেবে থামলো। ফেলে দিলো কার্ডটা।)

জ্ঞান, হচ্ছে আস্তে আস্তে। (নাচতে শুরু করলো)

মানব ।। শোনো! –থামো! –নাচ থামাও!

জ্ঞান ।। (ছোট ছেলের মতো) তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না। তোমার সঙ্গে আড়ি, আড়ি, আড়ি। (রাগের ভঙ্গীতে বসলো)

মানব ।। শোনো, একটা কথা –(জ্ঞান ঘুরে বসলো) শোনো না! (জ্ঞান আবার ঘুরে বসলো) একটা কথা শোনো শুধু!

জ্ঞান ।। দেখছো না আমি রাগ করেছি? এটা রাগের ভঙ্গী।

(মানব সরে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান তার দিকে ফিরলো।)

আমাকে কিছু বলবে? –ঠিক আছে বলো। -কী হোলো? –বলবে না?

মানব ।। আমি শুনছি।

জ্ঞান ।। কী শুনছো?

মানব ।। কে যেন কী বলছে।

জ্ঞান ।। কী বল-

মানব ।। চুপ!

জ্ঞান ।। (ফিসফিস করে) কী বলছে?

মানব ।। আঃ!

জ্ঞান ।। কেউ কিছু বলছে না। কারণ – কেউ নেই। শুধু আমি আছি। যা বলবার আমিই বলেছি, আমিই বলবো (কার্ড)।

মানব ।। (যেন অদৃশ্য কাউকে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি!

জ্ঞান ।। (বাচ্চা ছেলের মতো) এই আমিও শুনবো আমিও শুনবো! –কই, কিছু শুনতে পাচ্ছি না তো?

মানব ।। আমি শুনতে পেয়েছি।

জ্ঞান ।। কী শুনেছো?

মানব ।। ও যা বললো।

জ্ঞান ।। কী বললো?

মানব ।। বললো – জ্ঞানের কথা বিশ্বাস কোরো না। বললো – জ্ঞান তোমাকে ঠকাচ্ছে।

জ্ঞান ।। বিশ্বাসঘাতক! মীরজাফর! পঞ্চম বাহিনী! সি-আই-এ! কে-জি-বি (কার্ড)!

মানব ।। শোনো, তুমি-

জ্ঞান ।। (চিৎকার) না না, আর কিছু শোনবার নেই!

মানব ।। (চিৎকার করে) তুমি শুনবে?

জ্ঞান ।। কী বলছো?

মানব ।। আমার কথা শুনতে বলছি।

জ্ঞান ।। শুনেছি। বিশ্বাসহন্তা (কার্ড)!

মানব ।। না শোনোনি। এখন শোনো। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

জ্ঞান ।। টা টা বাই বাই, আর যেন দেখা না পাই।

মানব ।। বাইরে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।

জ্ঞান ।। চলে যাও চলে যাও, না যাও তো মাথা খাও!

মানব ।। কিন্তু রাস্তা জানি না যে?

জ্ঞান ।। রাস্তা নেই।

মানব ।। আছে। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

জ্ঞান ।। আমি মিথ্যে বলি না। আমি সত্যের পূজারী, সত্য আমার পূজারী (কার্ড)।

মানব ।। রাস্তা আছে।

জ্ঞান ।। তোমার গোলমালটা কোথায় জানো? আস্থা। রাস্তায় তোমার আস্থা। তুমি বিশ্বাস করো।

মানব ।। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি – রাস্তা আছে।

জ্ঞান ।। বিশ্বাস কোনো কাজের কথা নয়। বিশ্বাসে কী মেলে? কৃষ্ণ। যতো বিশ্বাস, ততো কৃষ্ণ (কার্ড)। শেষে কৃষ্ণ-চাপা পড়ে মরবে তুমি।

মানব ।। রাস্তা আছে।

জ্ঞান ।। না, নেই।

মানব ।। মিথ্যে কথা।

জ্ঞান ।। আমি মিথ্যে বলি না। আমি জীবনে কখনো মিথ্যে বলিনি (কার্ড)।

(হঠাৎ ভয় পেয়ে কুড়িয়ে আনলো সদ্য-ছোঁড়া কার্ডটা)

মিথ্যে বলেছি তো কী হয়েছে? সত্যি কথায় সব কাজ হয়? ভুল ধারনা। সত্যি-মিথ্যেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হল শৃঙ্খলা। অমোঘ অটল অলঙ্ঘ্য অপরিবর্তনীয় শৃঙ্খলা (কার্ড)। আলডু বালডু মিথ্যে বলা পাপ, ঠিক যেমন আলডু বালডু সত্যি বলাও পাপ (কার্ড)। এর থেকে কী শিখলে?

মানব ।। শিখলাম তুমি অতি জঘন্য।

জ্ঞান ।। (কান না দিয়ে) সবচেয়ে ভালো হোলো সুশৃঙ্খল মিথ্যা, উদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যা, লক্ষ্যপথে স্থিরমতি মিথ্যা (কার্ড)। এটা না বুঝলে তোমার কিছুই হবে না। ভুল বললাম, তোমার কিছুই হবে না – দাঁড়ি। তুমি না হবে ডাক্তার, না হবে মোক্তার, না মন্ত্রী না সান্ত্রী, না নাট্যকার না বাটপাড়, না অ্যাসেমব্লির এমেলে, না ফুটবলের ‘পেলে’, না সাধুসজ্জন না অমিতাভ্ বচ্চন (কার্ড)। এক এক সময় মনে হয় – দিই তোমায় রাস্তা দেখিয়ে।

মানব ।। দাও। দেখিয়ে দাও।

জ্ঞান ।। ছেড়ে দাও ও কথা। আমি তোমায় ক্ষমা করলাম। -ক্ষমা চাও না? –কী ভাবছো?

মানব ।। (আপন মনে) আমি জানি বেরোবার রাস্তা আছে। এ ঘরের বাইরে একটা জগৎ আছে।

জ্ঞান ।। না, নেই। মিথ্যে বলে আবার পাপ বাড়াচ্ছো। এবং আলডু বালডু মিথ্যে।

মানব ।। আমি জানি।

জ্ঞান ।। জানো, অ্যাঁ? তুমি ‘জানো’? বৎস, তুমি কিছুই জানো না। ঋগ্বেদে দশটি মন্ডল ও আটটি অষ্টক আছে, তুমি জানো? মঙ্গলগ্রহের পর্বত নিক্স অলিম্পিয়া আমাদের এভারেস্টের দ্বিগুণেরও বেশি উঁচু, তুমি জানো? ভারতের আয়তন বত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার চুয়ান্ন বর্গকিলোমিটার, তুমি জানো? রোম সম্রাট কালিগুলার রাজত্বকাল সাঁইত্রিশ থেকে একচল্লিশ খ্রীস্টাব্দ, তুমি জানো? অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য

মানে জানো? সাইপ্রিপেডিয়াম কাকে বলে জানো? গুয়ানাউয়াটো খায় না মাথায় দেয়, জানো?

মানব ।। ওসব না জানতে পারি, এটা জানি।

জ্ঞান ।। বটে? কী করে জানলে?

মানব ।। আমি দেখেছি।

জ্ঞান ।। আবার আলডু বালডু মিথ্যে? এ ঘরের বাইরে পা দাওনি তুমি।

মানব ।। আমি দেখেছি - অনেকখানি মাঠ।

জ্ঞান ।। বাজে কথা।

মানব ।। অনেকখানি আকাশ।

জ্ঞান ।। হতেই পারে না।

মানব ।। অনেক, অনে-ক দূর।

জ্ঞান ।। অসম্ভব।

মানব ।। অনেক অনেক দূরে অনেকখানি আকাশ এসে অনেকখানি মাঠকে ছুঁয়ে আছে।

জ্ঞান ।। আকাশ নেই মাঠ নেই দূর নেই অনেক নেই।

মানব ।। তবে কী আছে?

জ্ঞান ।। ছাত। আর দেওয়াল। আর মেঝে। সব আছে। একটুখানি মেঝে, তারপর একটুখানি দেওয়াল, তারপর একটুখানি ছাত।

মানব ।। রোদের ঝলক?

জ্ঞান ।। নেই।

মানব ।। চাঁদের আলো? হাওয়ার খেয়াল?

জ্ঞান ।। নেই নেই নেই।

মানব ।। কিন্তু আমি দেখেছি। চোখে না দেখে থাকি তো স্বপ্নে দেখেছি।

জ্ঞান ।। স্বপ্ন? হাঃ!

মানব ।। দেখেছি - তুমি নেই।

জ্ঞান ।। আমি বরাবর আছি। আমি শাশ্বত, চিরন্তন (কার্ড)।

মানব ।। না নেই। ওখানে নেই। থাকলেও অন্যরকম। একটা অন্য কিছু, এ ঘরের বাইরে একটা অন্য কিছু।

জ্ঞান ।। এ ঘরের বাইরে কিছু নেই।

মানব ।। তুমি দেখবে? আচ্ছা, চুপ করে বোসো। চোখ বন্ধ করে মন শান্ত করে বোসো -

জ্ঞান ।। ছেলেমানুষি খেলা খেলবার সখ নেই আমার। তাছাড়া ও খেলাটা আমি জানি। আমি চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসে কল্পনা করতে থাকবো – একটা বাগান, একটা আম-জাম-কাঁঠালের বাগান, একটা চাঁপা-গোলাপ-গন্ধরাজের বাগান, আর তুমি আমার মাথার ওপর এক মগ জল ঢেলে দেবে। ও খেলা আমি শৈশবে অনেক খেলেছি বৎস। বস্তুত খেলাটা আমারই আবিষ্কার। কিন্তু বৎস, জেনে রেখো – আবিষ্কারটা আমি এই জন্যে করিনি যে আমি বুদ্ধু হয়ে বসবো আর অন্যে আমার মাথায় জল ঢালবে। আবিষ্কারটা করেছি – অন্য বুদ্ধুদের মাথায় জল ঢালতে (কার্ড)। জ্ঞানাঞ্জনকে টুপি পরানো তোমার কর্ম নয়। তা ছাড়া টুপি আমার মাথায় এমনিতেই আছে। আমি নিজেই পরেছি, সজ্ঞানে, স্বইচ্ছায় (কার্ড)।

মানব ।। আমি মোটেই জল ঢালতাম না।

জ্ঞান ।। অমন সবাই বলে

মানব ।। আমি কথা দিচ্ছি জল ঢালবো না।

জ্ঞান ।। কথা দিচ্ছো?

মানব ।। হ্যাঁ দিচ্ছি।

জ্ঞান ।। পাকা কথা?

মানব ।। পাকা কথা।

জ্ঞান ।। তিন-সত্যি করো!

মানব ।। জল ঢালবো না ঢালবো না ঢালবো না।

জ্ঞান ।। গডেস মাদার কালী প্রমিস্?

মানব ।। প্রমিস্।

জ্ঞান ।। আচ্ছা ঠিক আছে। (চোখ বন্ধ করে বসলো) আম। জাম। কাঁঠাল–লিচু–আতা। জুঁই। গোলাপ। চাঁপা-বকুল-রজনীগন্ধা।

মানব ।। না না, ওরকম কিছু ভাবতে হবে না। আম জাম গোলাপ কিচ্ছু দরকার নেই। কিছু ভেবো না, মনটাকে ফাঁকা করে দাও একেবারে। চারিদিক যেন শান্ত-

জ্ঞান ।। অ্যাঁ,? দাঁড়াও দাঁড়াও, বাগানটা তাহলে মুছতে হবে।

মানব ।। বাগান ভুলে যাও।

জ্ঞান ।। অত সোজা? তুমি মাথায় বাগান ঢুকিয়ে খালাস, ভুলতে তো হবে আমাকেই।

মানব ।। আমি বাগানের কথা বলিইনি-

জ্ঞান ।। আলবাৎ বলেছো। এইমাত্র বললে - বাগান ভুলে যাও। ভুলতে গেলেই তোমার ঐ কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে – 'বাগান' ভুলে যাও। দাঁড়াও মুছে দিচ্ছি। একটু সময় দাও।

(ঘুরছে, কুড়োচ্ছে, ছুঁড়ছে, কোপাচ্ছে, ভাঙছে, ওপড়াচ্ছে।)

এই একটা আম। এই আর একটা। তিনটে। কাঁঠাল – ইস্ কী ওজন। আম। লিচু। এই যে জুঁই, বকুল। এই যে গোলাপ – উঃ (আঙ্গুল চুষলো) চাঁপা – দাঁড়াও, উঠতে হবে, উপরের ডালগুলো – যা, সব যা! আমগাছের ডাল, জামের, লিচুর, ও বাবা, বাতাবি লেবুটা তো দেখিনি? খেয়েছে! কতো গাছ। ছাড়বো না, ছেড়ে দিলে চলবে না, সব ক'টাকে বিদায় করতে হবে। পঁচিশ, তিরিশ। পঁচাশি, দু'শো! কতো বড়ো বাগান রে বাবা – বিঘের পর বিঘে! যাক্, সব যাক্, সব বিদায় করবো, সব, স-ব-

(মানব উত্তরোত্তর অধৈর্য হচ্ছিলো, এবার আর থাকতে না পেরে মগের জলটা ছিটিয়ে দিলো জ্ঞানের মাথায়। এক মুহূর্ত দু'জনে নিথর। তারপর জ্ঞান বসলো চূড়ান্ত অভিমানের ভঙ্গীতে।)

তোমাকে আর কখনো বিশ্বাস করবো না আমি। কক্ষোনা, কোনোদিন না।

(মানব দূরে গিয়ে বসলো অন্যদিকে ফিরে। জ্ঞান একটু পরে উঠে তোয়ালে দিয়ে মুখ-হাত মুছলো। আয়না দেখলো, চুল আঁচড়ালো। একটু ক্রিম-লিপস্টিক। তারপর গান গাইতে শুরু করলো।)

মোর যা কিছু রয়েছে জীবনের সঞ্চয়/তুমি কেন তাহা নিয়া করিতেছো হেলাফেলা/মোর হৃদয় লইয়া কেন করো নয়ছয়/ওগো নিষ্ঠুর তুমি নির্মম তব খেলা। রচনা – জ্ঞানাঞ্জন। বয়স – ষোলো বছর তিন মাস (কার্ড)।

(মানব তাকিয়ে আছে)

(স্ত্রীকণ্ঠে, সিনেমা-নায়িকার ভঙ্গীতে) ওরকমভাবে তাকিও না আমার দিকে।

মানব ।। কী রকমভাবে তাকিয়েছি?

জ্ঞান ।। (পূর্ববৎ) চাতক যেমন ভাবে তাকায় ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে। নেশাখোর যেমনভাবে তাকায় গাঁজাঠাসা কলকের দিকে। অর্থাৎ - প্রেমিকের মতো।

মানব ।। তাই মনে হচ্ছে তোমার? ভোঁদাই! বুড়ো ভাম!

জ্ঞান ।। (পূর্ববৎ) আচ্ছা ভাব। ভাব তো? এদিকে এসো। এসো-ও! এতো করে ডাকছি, এসো না বাবা! বলছি তো – ভাব।

মানব ।। চুপ করো!

জ্ঞান ।। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) আমি চুপ করে থাকলে তুমি 'বোর' হয়ে মরে যাবে। আর কে আছে তোমার?

মানব ।। আমার কাউকে দরকার নেই। আমাকে একা থাকতে দাও। (অন্যদিকে ফিরলো)।

জ্ঞান ।। তুমি একা, তবু আমি আছি। এ বিশ্বে তুমি একা, তবু আমি তোমার বিশ্ব (কার্ড)।

(জ্ঞান মুখোশ পরলো, কণ্ঠস্বর বদলালো)

মানব!

মানব ।। (চমকে ফিরে) কে? কে, কে তুমি?

জ্ঞান ।। তোমার বন্ধু। তোমার হিতৈষী। তোমার ভালো চাই আমি। আমি চাই - তুমি সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো, জীবনের পথে তোমার পায়ে কাঁটা না ফোটে-

মানব ।। পথ? কোথায় পথ?

জ্ঞান ।। এসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

(মানবের হাত ধরে ঘরের মধ্যেই হাঁটছে, মানব সম্মোহিতের মতো হাঁটছে।)

এই যে পথ। এগিয়ে এসো। উঁহু, ওদিকে না, ওদিকে কাঁটা। হ্যাঁ এদিকে। ধীরে, ওদিকে বাধা।

(জ্ঞান মানবের পিঠে চড়লো, তাকে নিয়েই হাঁটছে সম্মোহিত মানব।)

চলো। এগিয়ে চলো।

মানব ।। এ তো সেই একই পথ।

জ্ঞান ।। এই পথই সব পথ মানব, আসল পথ। এর বাইরে পথ নেই। আমি কি বন্ধু হয়ে তোমাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারি?

মানব ।। তুমি – বন্ধু?

জ্ঞান ।। হ্যাঁ মানব, আমি বন্ধু। চিরদিন ছিলাম, চিরদিন থাকবো।

মানব ।। তুমি আমায় পথ দেখাবে?

জ্ঞান ।। এই তো দেখাচ্ছি। এই তো পথ, চিনতে পারছো না?

মানব ।। হ্যাঁ-না-হ্যাঁ-মনে হচ্ছে যেন-

জ্ঞান ।। চলো, এই পথে চলো।

(হঠাৎ জ্ঞানকে ঝেড়ে ফেলে দিলো মানব)

মানব ।। না। এ পুরোনো পথ। একই পথ। তুমি কে?

জ্ঞান ।। তোমার বন্ধু।

মানব ।। না। (মুখোশ কেড়ে নিলো) তুমি।

জ্ঞান ।। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) আমিও তোমার বন্ধু।

মানব ।। (দাঁতে দাঁত চেপে) তুমি আমার জন্মশত্রু। তোমাকে শেষ না করলে আমার মুক্তি নেই।

জ্ঞান ।। কিন্তু আমি তোমার জীবন, তোমার বিশ্ব, তোমার সর্বস্ব। আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই, কিছু নেই (কার্ড)।

মানব ।। তোমাকে শেষ না করলে বোঝা যাবে না আমার কে আছে, কী আছে!

(দুজনে ঘুরছে সতর্কভাবে)

জ্ঞান ।। মানব তুমি আমার সন্তান, তোমাকে জন্ম দিয়েছি আমি, বুকে করে মানুষ করেছি (কার্ড)। মানব, শেষ দিন পর্যন্ত, মৃত্যু পর্যন্ত, আমি তোমায় বুকে করে রাখবো, আমার কোলে মাথা রেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার হাত ধরে তুমি একদিন অনাদি অনন্ত শূন্যে মিলিয়ে যাবে (কার্ড)-

(মানব এক লাফে গিয়ে জ্ঞানকে ফেলে দিলো মাটিতে, বুকে চড়ে গলা টিপে ধরলো।)

মানব শোনো শোনো, হে সন্তান আমার শোনো – একটা গল্প তোমাকে বলি। একটা লোক ছিল, তার কেউ ছিল না, শুধু একটা ইঁদুর ছিল। ইঁদুরটাকে ভীষণ ভালোবাসতো সে। ভীষণ ভীষণ ভালোবাসতো। একদিন দেখলো, শোনো মানব, একদিন দেখলো ইঁদুরটা নেই। কোথায় গেলো, কোথায় যেতে পারে? বাইরে যাওয়া অসম্ভব, কারণ তার ঘরে দরজা ছিল না, জানলা ছিল না, ঘুলঘুলি ছিল না, নর্দমা ছিল না। সব জায়গা খুঁজে দেখলো সে – খাটের নিচে আলমারির পেছনে সিন্দুকের তলায় হাঁড়ি-কড়ার মধ্যে ছাইয়ের গাদায় – কোথাও নেই। তখন সে সবকিছু ভাঙতে লাগলো একটা কুড়ুল দিয়ে – খাট টেবিল আলমারি চেয়ার উনুন বালতি – সব, সব কিছু! শেষকালে গেলো ঘরের একমাত্র ছবিটাকে ভাঙতে, ছবিটা সেই এঁকেছিলো, ঐ ইঁদুরটারই ছবি, অনেক যত্নে আঁকা, সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো। ভাঙতে গিয়ে কুড়ুল তুলে থেমে গেলো হঠাৎ। ভাবলো – না, এটা থাক, ইঁদুরের এইটাই শুধু বাকি আছে। তারপর থেকে সে শুধু ছবিটা দেখে আর কথা বলে আর কাঁদে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ভাবে। খায় না দায় না দাড়ি কামায় না, এমনি করে যখন সুখ দুঃখ বাঁচা মরা শেষ হয়ে গেলো, তখন যেন নিজের প্রানটাই শেষ করে দিতে ছবিটা ভাঙলো কুড়ুলের এক ঘায়ে। তখন দেখলো – ছবির ফ্রেমে আটকে আছে ইঁদুরটা। না খেতে পেয়ে মরে গেছে। হাঁ করে দেখছে, মৃত ইঁদুরটা ঘাড় ফিরিয়ে বললো – 'তুমি যদি সেদিন ছবিটা ভাঙতে, তবে আমাকে মরতে হোতো না, শালা কাপুরুষ!' বলে গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়ে গেলো।

(মানব ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে জ্ঞানকে।)

মানব ।। এ সব – রূপকথা।

জ্ঞান ।। এ গল্পে একটা উপদেশ আছে মানব, বোঝবার চেষ্টা করো।

মানব ।। কী উপদেশ?

জ্ঞান ।। যা চাও, তা তোমাকে ছাড়তে হবে, নইলে কিছুতেই তা পাবে না, বুঝতে পারছো?

মানব ।। আমি একটা কথাই বুঝতে পারছি। তুমি খারাপ! তুমি খুব খারাপ!

জ্ঞান ।। খ-এ আকার র-এ আকার প। খারাপ মানে ব্যাড। ভালো মানে গুড (কার্ড)।

মানব ।। তোমার ভালো ব্যবহারের পেছনে একটাই জিনিস আছে।

জ্ঞান ।। কী?

মানব ।। নষ্টামি আর নোংরামি আর ইতরামি।

জ্ঞান ।। তিনটে জিনিস হোলো মানব।

মানব ।। ও তিনটেই এক।

জ্ঞান ।। কী করবে মানব? এই আমাদের ভাগ্য।

মানব ।। তোমার ভাগ্য হতে পারে, আমার নয়। আমি – আমি চাই! আমি ভালোবাসি!

(মানব কাঁদছে)

জ্ঞান ।। না মানব, তুমি ভালোবাসো না। তুমি শুধু ছিঁচকাঁদুনের মতো কাঁদো। দেখছো? আমাকে বলতেই হোলো, কারণ সত্য না বলে আমার উপায় নেই।

মানব ।। তুমি আমাকে এরকম করে দিয়েছো। তুমি খারাপ, আমাকেও খারাপ করে দিয়েছো।

জ্ঞান ।। ভালো, খারাপ – এসব কথার কোনো মানে হয় না। জ্ঞান ভালো-খারাপের উর্ধ্বে। জ্ঞান নির্গুণ (কার্ড)। (মানব হামাগুড়ি দিচ্ছে) শৈশবে ফিরে যাবার ইচ্ছে। অনেকের হয় (কার্ড)।

মানব ।। না। একটা আলো দেখতে পাচ্ছি আমি। একটুখানি আলো।

জ্ঞান ।। সারা ঘরই আলোকিত মানব। অন্ধকার থেকে তোমায় আমি আলোয় এনেছি

অনেকক্ষন আগে।

মানব ।। ও আলো নয়। তোমার ঘরের এই মরা আলো নয়।

জ্ঞান ।। 'আমাদের' ঘর মানব, তোমার আর আমার ঘর।

মানব ।। জ্যান্ত আলো। একটুখানি। সুড়ঙ্গের ওপারে – সামান্য একটু।

জ্ঞান ।। কিসের সুড়ঙ্গ? কোথায় সুড়ঙ্গ?

মানব ।। তোমার মধ্যে। তোমার মধ্যে সুড়ঙ্গটা আছে।

জ্ঞান ।। কী বাজে বকছো?

মানব ।। কিন্তু সুড়ঙ্গটা নিচে, দেখতে গেলে নিচু হতে হয়, হামা দিতে হয়। হামা দিতে দিতে যখন ঘাড়, পিঠ, কোমর ব্যথা করে, তখন উঠে দাঁড়াই। (উঠে দাঁড়ালো)।

জ্ঞান ।। সেই ভালো। না দাঁড়ালে মানুষ বলে মনে হয় না।

মানব ।। কিন্তু এ দাঁড়ানো মানুষের দাঁড়ানো নয়। ক্লান্তিতে দাঁড়ানো। দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হলে আবার উপুর হয়ে পড়বো। (পড়লো)

জ্ঞান ।। এই ওঠো ওঠো! কী হচ্ছে কী ছেলেমানুষি?

মানব ।। উঠলে ঐ আলোটা দেখতে পাই না।

জ্ঞান ।। তবে পড়ে থাকো। হামা দাও।

মানব ।। জ্ঞান, তুমি আমার জন্মশত্রু, তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি।

জ্ঞান ।। আমিও তোমাকে ভালোবাসি মানব।

মানব ।। না। তুমি চাও আমাকে পিষে মারতে।

জ্ঞান ।। তা যদি চাইতাম, তবে তুমি বেঁচে আছো কী করে? আমার ডাকনাম শক্তিধর, ভুলে গেছো?

মানব ।। আমাকে তিলে তিলে পিষে মারতে। একবারে পিষে মারলে তোমার অস্তিত্ব থাকে না, তাই আধমরা করে পিষে চলো।

জ্ঞান ।। ছি মানব।

(মানব পড়ে পড়ে কাঁদছে)

(ধমকে) মানব!

মানব ।। (লাফিয়ে উঠে) ইয়েস স্যার!

জ্ঞান ।। অ্যাটেনশন্!

(মানব অ্যাটেনশন্ হয়ে স্যালুট করলো। জ্ঞানের প্রতিঅভিবাদন।)

এই ভূমি তোমার আমার মাতৃভূমি পিতৃভূমি। এই ভূমি যদি বিপন্ন হয়, তবে তুমি আমি জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবো, প্রান দিয়ে প্রমান করবো প্রাণের চেয়ে মাতৃভূমি বড়ো (কার্ড)। ফায়ার! ঠা ঠা ঠা ঠা-

দুজনে ।। ঠা ঠা ঠা ঠা- ওঃ!

জ্ঞান ।। মানব? বেঁচে আছো?

মানব ।। আছি।

জ্ঞান ।। আমি বেঁচে আছি?

মানব ।। আছো।

জ্ঞান ।। কী করে জানলে?

মানব ।। গুলি খেয়ে তুমি মরবে না। মরলে আমি মরতাম।

জ্ঞান ।। তুমি তো মরোনি।

মানব ।। না। তুমিও মরোনি। মরবে।

জ্ঞান ।। কবে?

মানব ।। কবে জানি না। একদিন।

জ্ঞান ।। কিসে?

মানব ।। আমার হাতে।

জ্ঞান ।। (লাফিয়ে উঠে) তবে হয়ে যাক! আজই হয়ে যাক। কী নিয়ে লড়বে? পিস্তল? ছোরা? তলোয়ার?

মানব ।। কোথায় তলোয়ার?

জ্ঞান ।। মিছিমিছি তলোয়ার। কিন্তু সত্যি সত্যি লড়া। (কাল্পনিক তলোয়ার তুলে নিয়ে) এই দেখো, এইটা – দামাস্কাসের ইস্পাত, লিকলিকে সিধে, দু'ধারে ধার, সাঁ করে ঢুকে যাবে পেটে, পিঠ দিয়ে বেরিয়ে আসবে, রক্ত পড়বে দু'টি ফোঁটা চুঁইয়ে নিটোল সূক্ষ্ম রন্ধ্রের দু'ধার দিয়ে – পেটে আর পিঠে। (আর একটা তলোয়ার) অথবা এইটা – ভারি, বাঁকা, একদিকে ধার, একখানা কোপ বাঁ ঘাড়ে, পৈতের মতো চিরে বেরিয়ে আসবে ডানদিকের পাঁজরা দিয়ে। কোনটা নেবে?

মানব ।। (বিভ্রান্ত) আমি-

জ্ঞান ।। এইটা? বহুৎ আচ্ছা। (দ্বিতীয়টা যেন ধরিয়ে দিলো হাতে) তুমি ভারি, আমি হাল্কা। তুমি দেশি, আমি বিলিতি। তুমি মাথা দু'ফাঁক করো, আমি পেট ফুটো করি। এক, দুই, তিন! তামেচা! ইজেমচা! খোঁচা!

(জ্ঞান বিলিতি কায়দায় তরবারি চালাচ্ছে। মানব দু'হাতে দেশি ভারি তলোয়ার তুলে আনাড়ির মতো কোপ মারছে।)

ইয়াঃ হা! তামেচা – ইজেমচা! তামেচা – ইজেমচা – খোঁচা!

(মানবের পেটে যেন আমূল ঢুকিয়ে দিয়েছে তলোয়ার।)

খোঁচা! খোঁচা! আ ধ্যাত্তেরি – বলছি না খোঁচা?

মানব ।। খোঁচা কী?

জ্ঞান ।। আঃ! মরে গেছ তুমি! দেখতে পাচ্ছো না – আমার তলোয়ার তোমার পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে? এই বের করে নিলাম। মুছে নিলাম রক্ত। পড়ো!

মানব ।। কেন?

জ্ঞান ।। মরে গেলে পড়বে না? পতন ও মৃত্যু, তোমার মৃত্যু হয়ে গেলো, পতন হবে না?

মানব ।। ও তো মিছিমিছি?

জ্ঞান ।। ধ্যাৎ! এই জন্যে তোমার সঙ্গে খেলতে ভাল্লাগে না আমার। দাও, দিয়ে দাও তলোয়ার।

(কেড়ে নিলো, রেখে দিয়ে অন্যদিকে গেলো নিজের মনে বকতে বকতে।)

যতো জ্ঞান দিচ্চি, ততো ঢেঁকি হচ্ছে। মগজের গোবর শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে গেলো, তবু একটা গুবরে পোকাও সেঁধুতে পারলো না ভেতরে-

(টেবিল থেকে ছোরা তুলে নিয়েছে মানব, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জ্ঞানের দিকে। জ্ঞানের চোখ পড়লো ওদিকে।)

ও কী? ও কী? এই, রেখো দাও, এই! ওটা সত্যি সত্যি ছোরা! রাখো শিগ্‌গির!

(মানব এগিয়ে আসছে ছোরা হাতে।)

এই মাইরি, এ সব খেলা ভালো নয়! রাখো ওটা।

(একদিকে ছুটলো, মানব ঘুরে আবার ধীরপদে এগোলো ওর দিকে।)

এই এই, আব্বা আব্বা! আমি খেলবো না! এই আমার জ্বর হয়েছে, মাইরি! পেট খারাপ, কাল থেকে – রক্তামাশা-

(ছুটে পালালো, লুকোলো টেবিলের আড়ালে)

মানব ।। তুমি কোথায়?

(টেবিলের আড়াল থেকে জ্ঞানের হাত উঠলো সাদা রুমাল নাড়াতে নাড়াতে)

জ্ঞান ।। (কাতর কণ্ঠে) এইখানে।

মানব ।। বেরিয়ে এসো।

জ্ঞান ।। আগে ওটা রাখো।

মানব ।। বেরিয়ে এসো।

(জ্ঞান উঠে দাঁড়ালো দু'হাত শূন্যে তুলে)

তোমাকে হত্যা করলে আমি কী হবো?

জ্ঞান ।। (ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে) খুনে হবে খুনে! বদমাইস ডাকাত খুনে! ফাঁসি হবে তোমার!

মানব ।। কে ফাঁসি দেবে? কে বিচার করবে? তুমি-আমি ছাড়া কে আছে আর?

জ্ঞান ।। তুমি বিচার করবে, তুমি! নিজের বিচার নিজেই করবে! করতে হবে!

মানব ।। আচ্ছা – অপরাধচেতনা? এই তাহলে তোমার হাতিয়ার?

জ্ঞান ।। হ্যাঁ হ্যাঁ – অপরাধ! হ্যাঁ – চেতনা। তাছাড়া তোমার তখন কেউ থাকবে না! তুমি একা হয়ে যাবে একদম! একা থেকেছো কোনোদিন? একা থাকলে কী ভীষণ – কী ভীষণ – একা লাগে, তোমার কোনো ধারনা আছে (কার্ড)?

(কার্ডটা ছুঁড়ে মারলো মানবের দিকে। মানব ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে ছোরা রেখে দিলো। জ্ঞান এগিয়ে এলো।)

ছুঁচো! (এক চড়) শয়তান! (চড়) পাজি! (চড়) শুওয়ের বাচ্চা? (চড়)

পাখি ।। শুওয়ের বাচ্চা!

জ্ঞান ।। (পাখিকে) চোপ!

পাখি ।। রাধাকৃষ্ণ!

(মানব মার খেয়ে পড়ে আছে)

জ্ঞান ।। কাপুরুষ! (এক লাথি)

মানব ।। কাপুরুষ? ও, তোমাকে মারিনি বলে তুমি নিরাশ হয়েছো?

জ্ঞান ।। হবো না? ভাবলাম – আমাদের একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য এলো। সব সময়ে তটস্থ হয়ে থাকতে হবে, এক চোখ খুলে ঘুমোতে হবে – কখন কোথা দিয়ে আসবে তোমার ছুরি, তা না (লাথি) – মরা ইঁদুর।

মানব ।। (উঠছে) তুমি তাহলে – আসলে – আমার হাতে – মরতে চাও?

জ্ঞান ।। আমি কী চাই না চাই তাতে তোমার কী হে ছোকরা? আমাকে মারা তোমার কম্মো নয়। তুমিই মরবে আমার হাতে। চলে এসো।

(কাল্পনিক তরবারি নিয়ে এলো আবার)

তামেচা। ইজেমচা। ইয়া!

(প্রতিটি আক্রমণে মানব কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে)

মানব ।। (নিজের মনে) যতোবার পিছোচ্ছি, ততোবার একটু করে মরছি। মৃত্যু। এক টুকরো মৃত্যু। দু'টুকরো মৃত্যু। তিন টুকরো।

জ্ঞান ।। আঃহা! ইয়া! তামেচা – ইজেমচা-

(অন্ধের মতো এগিয়ে আসছে মানব দু'হাত বাড়িয়ে)

অ্যাই অ্যাই! খবরদার! তামেচা! এই! ইজেমচা!

(চোখ বন্ধ করে জ্ঞানের কব্জি চেপে ধরেছে মানব বজ্রমুষ্টিতে।)

অ্যাই অ্যাই – (যন্ত্রনায়) আঃ!

(হাত থেকে যেন খসে গেলো তরবারি, মানব কুড়িয়ে নিয়ে দু'হাতে বাগিয়ে ধরলো আনাড়ির মতো।)

ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই আমার দেশি তলোয়ার। এসো, এক কোপে তোমার মুন্ডুটা – আঃ!

(মানবের তলোয়ারের খোঁচা যেন লেগেছে হাতে, জ্ঞানের তলোয়ার খসে পড়েছে, জ্ঞানও বসে পড়েছে।)

মানব ।। ওঠো। (জ্ঞান উঠলো) হাত তোলো। (জ্ঞান হাত তুললো) চোখ বন্ধ করো।

(জ্ঞান চোখ বন্ধ করলো। মানব তলোয়ারটা যেন ঢুকিয়ে দিলো তার বুকে, জ্ঞান হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।)

জ্ঞান ।। এ তুমি কী করলে মানব?

(মানব বসে ধরে রইলো জ্ঞানকে।)

বলো - তুমি অনুতপ্ত। বলো – তাহলে বেঁচে উঠবো আমি।

মানব ।। জানি।

জ্ঞান ।। বলো! বলো – তুমি অনুতপ্ত।

মানব ।। বললে তুমি আমাকে অভিশাপ দেবে।

জ্ঞান ।। বলো মানব, বলো! আমি মরে যাচ্ছি।

মানব ।। (শান্ত স্বরে) মরে যাও জ্ঞানাঞ্জন। মরে যাও শক্তিধর, বাবু, নবাব, রাজা্ চন্ড। আমি বুঝেছি এখন।

জ্ঞান ।। মানব – ওঃ! ওফ্! মৃত্যু!

(মরে গেলো। মানব উঠলো। দেখলো – আর দেওয়াল নেই, সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। ফিরে এলো।)

মানব ।। আমি বুঝেছি।

পাখি ।। কী বুঝেছো?

মানব ।। (পাখি কুড়িয়ে) যা চাই, তা ছাড়তে হবে, নইলে কিছুই পাবো না। (পাখি ছুঁড়ে ফেললো)

পাখি ।। (রেগে) শুওর! রাধার বাচ্চা! কৃষ্ণ!

(জ্ঞান উঠে দাঁড়ালো, দু'হাতে ডানা মেলে, যেন মেঘদূত।)

জ্ঞান ।। আমি চললাম। পরলোকে। তুমিও এসো।

মানব ।। কেন?

জ্ঞান ।। বাঃ, আর এক হাত লড়তে হবে না? এখানেই শেষ না কি (কার্ড)?

(জ্ঞান চলে যাচ্ছে, মানব কার্ড কুড়োচ্ছে)

থাক ওসব। আমার অনেক আছে। বেশি দেরি কোরো না, একা একা বোর হয়ে যাবো।

মানব ।। (চেঁচিয়ে) পরলোকে কী আছে?

জ্ঞান ।। (চেঁচিয়ে) একটা ঘর। খুব জমকালো।

মানব ।। (চেঁচিয়ে) এমনি ঘর?

জ্ঞান ।। (যেন অনেক দূর থেকে) না, সে আরো বড়ো, আরো জমকালো, আরো- (চলে গেলো)

মানব ।। শেষ – হয়নি তাহলে? আবার এক হাত? আর এক হাত?

(হঠাৎ হাসতে শুরু করলো। প্রচন্ড হাসি। হাতের কার্ডগুলো ছাড়িয়ে ফেললো, হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলো – আর এক দিক দিয়ে।)